প্রচারাভিযান ধারণাপত্র, কার্যপরিধি ও বাস্তবায়ন কাঠামো

আইল থেকে আন্তালিয়া : ন্যায্য রূপান্তরে কৃষকের অধিকার প্রচারাভিযান

সময়কাল: ১৩–১৯ নভেম্বর ২০২৬

১. নির্বাহী সারসংক্ষেপ

"আইল থেকে আন্তালিয়া: ন্যায্য রূপান্তরে কৃষকের অধিকার" একটি অধিকারভিত্তিক, কৃষককেন্দ্রিক ও জলবায়ু ন্যায়বিচারভিত্তিক নাগরিক প্রচারাভিযান। কপ-৩১ চলাকালে বাংলাদেশের জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল থেকে কৃষক, জেলে, নারী, তরুণ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বাস্তুচ্যুত মানুষের অভিজ্ঞতা, দাবি ও প্রস্তাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনায় তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য।
প্রচারাভিযানটি কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তরকে কেবল প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন বা নিঃসরণ হ্রাসের বিষয় হিসেবে দেখে না। এটি খাদ্যের অধিকার, কৃষকের সার্বভৌমত্ব, কৃষিপ্রতিবেশ, অভিযোজন, জ্বালানি নিরাপত্তা, জীবিকা, ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা এবং উন্নত দেশগুলোর ন্যায্য ও অনুদানভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়নের সঙ্গে যুক্ত সামগ্রিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপন করে।

আমাদের অবস্থান কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার ন্যায্য রূপান্তরের দায় ও ব্যয় ক্ষুদ্র কৃষকের ওপর চাপানো যাবে না; এই রূপান্তরের অর্থায়ন ঋণনির্ভর নয়, নতুন, পর্যাপ্ত, পূর্বানুমেয় ও শর্তহীন অনুদানভিত্তিক হতে হবে। বাংলাদেশে দৃশ্যমান গণমোবিলাইজেশন, স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ সংগ্রহ, স্মারকলিপি, গণমাধ্যম ও অনলাইন প্রচার এবং কপ-৩১ নেতৃত্ব ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে সমন্বিত দাবি উপস্থাপনের মাধ্যমে এ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে।

২. প্রেক্ষাপট ও সমস্যা বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ বৈশ্বিক নিঃসরণে ০.৫ শতাংশেরও কম অবদান রাখলেও জলবায়ু অভিঘাতে কৃষক, জেলে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী গুরুতর ক্ষতির মুখোমুখি। ২০১৫–২০২০ সময়ে দুর্যোগজনিত ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৭৯ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা—পূর্ববর্তী ছয় বছরের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ। লবণাক্ততা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, খরা, তাপপ্রবাহ ও জলাবদ্ধতা ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, পানি, বসতভিটা ও জীবিকাকে প্রভাবিত করছে। পরিকল্পনায় প্রায় ৯ লাখ ৫১ হাজার অগভীর নলকূপের ডিজেলনির্ভরতা এবং বছরে অন্তত ১৬ লাখ টন ইউরিয়া আমদানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমদানিনির্ভর জ্বালানি ও উপকরণের মূল্য, সরবরাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাপ কৃষকের উৎপাদন ব্যয় ও খাদ্যব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশ এনডিসি ৩.০ বাস্তবায়নে মোট ১১৬.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন; এর মধ্যে ৯০.২৩ বিলিয়ন ডলার বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। একই নথিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু অর্থের ৬৫ শতাংশ ঋণ হিসেবে আসার কথা বলা হয়েছে। ঋণনির্ভর অর্থায়ন জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর আর্থিক চাপ বাড়ায় এবং পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা সীমিত করে।

কপ-৩১-এ শার্ম আল-শেখ যৌথ কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ, বেলেম অভিযোজন সূচক, ন্যায্য রূপান্তর ব্যবস্থা, ক্ষয়ক্ষতি তহবিল এবং নতুন জলবায়ু অর্থায়নের অনুদান-ঋণ অনুপাত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। Position Paper ও Press Brief-এ কপ-৩১-এর প্রথম সপ্তাহের পর্যবেক্ষণ হিসেবে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি হ্রাস, অভিযোজন অর্থের ঘাটতি, খাদ্য ও কৃষি খাতে নির্দিষ্ট অর্থায়ন ও লক্ষ্য না থাকা এবং "৩৫ বাই ৩৫" বিদ্যুতায়ন লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য উৎসের বাধ্যবাধকতা না থাকার ঝুঁকি তুলে ধরা হয়েছে।

৩. প্রচারাভিযানের যৌক্তিকতা (Rationale)

- জলবায়ু ন্যায়বিচার: সংকট সৃষ্টিতে তুলনামূলকভাবে কম অবদান রেখেও যারা ক্ষতির ভার বেশি বহন করছে, তাদের অধিকার ও ক্ষতিপূরণের দাবি সামনে আনা।
- কৃষকের অধিকার ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব: কৃষককে কেবল উৎপাদন-লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম নয়, খাদ্যব্যবস্থার অধিকারী ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।
- ঋণ নয়, অনুদান: অভিযোজন, ক্ষয়ক্ষতি ও ন্যায্য রূপান্তরের অর্থায়নে নতুন, অতিরিক্ত, পর্যাপ্ত, পূর্বানুমেয় ও শর্তহীন অনুদানভিত্তিক সহায়তার দাবি প্রতিষ্ঠা।
- জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা থেকে ন্যায়সঙ্গত উত্তরণ: কৃষি সেচ, সার, সংরক্ষণ ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্প্রসারণকে কৃষক, সমবায় ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত করা।
- স্থানীয় বাস্তবতা থেকে আন্তর্জাতিক নীতি: জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ জেলা থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা ও প্রমাণকে জাতীয় দাবি এবং কপ-৩১ আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা।

- সম্মিলিত নাগরিক সক্ষমতা: খানি, বিডাব্লিউজিইডি, ক্লিন,প্রানসহ বিভিন্ন অংশীদার সংগঠন এবং স্থানীয় নারী ও তরুণ সংগঠনগুলোর যৌথ প্রচার, গণমাধ্যম সম্পৃক্ততা ও নীতি-অ্যাডভোকেসির সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত পরিবর্তন

৪.১ সামগ্রিক লক্ষ্য

বাংলাদেশের কৃষক, জেলে, নারী, তরুণ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও জলবায়ু-ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কণ্ঠ, অভিজ্ঞতা ও অধিকারভিত্তিক দাবি কপ-৩১ এবং জাতীয় নীতিনির্ধারণী পরিসরে তুলে ধরে কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার ন্যায্য, কৃষকনেতৃত্বাধীন, অধিকারভিত্তিক ও অনুদাননির্ভর রূপান্তরের পক্ষে জনমত ও নীতিগত সমর্থন গড়ে তোলা।

৪.২ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

1. জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল থেকে কৃষক, নারী কৃষক, জেলে, কৃষিশ্রমিক, আদিবাসী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ সংগ্রহ, নথিবদ্ধ ও প্রচার করা।
2. ঋণনির্ভর জলবায়ু অর্থায়ন, ক্ষয়ক্ষতি, কৃষির জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা এবং খাদ্য-কৃষি আলোচনায় নীতিগত ঘাটতি নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তৈরি করা।
3. কপ-৩১ নেতৃত্ব, বাংলাদেশ সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিনিধিদলের কাছে সুনির্দিষ্ট নীতিপ্রস্তাব উপস্থাপন করা।
4. কৃষিপ্রতিবেশ, খাদ্যের অধিকার, জ্বালানি নিরাপত্তা, অভিযোজন, জীবিকা ও জলবায়ু অর্থায়নকে সমন্বিত ন্যায্য রূপান্তর কাঠামোয় যুক্ত করা।

৪.৩ প্রত্যাশিত ফলাফল

ফলাফল ক্ষেত্র	প্রত্যাশিত পরিবর্তন
জনসচেতনতা	ন্যায্য রূপান্তর, ঋণ নয় অনুদান, কৃষকের অধিকার ও জলবায়ু ন্যায়বিচার বিষয়ে জনপরিসরে আলোচনা বৃদ্ধি।
কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব	ক্ষুদ্র কৃষক, নারী, তরুণ, জেলে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও দাবি দৃশ্যমান এবং নীতিগত আলোচনায় ব্যবহারযোগ্য হবে।
নীতি-অ্যাডভোকেসি	কপ-৩১ নেতৃত্ব ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রমাণভিত্তিক, সমন্বিত দাবি ও সুপারিশ পৌঁছাবে।
নাগরিক সক্ষমতা	স্থানীয় পার্টনারদের যৌথ পরিকল্পনা, গণমাধ্যম সম্পৃক্ততা, নথিবদ্ধকরণ ও জবাবদিহির সক্ষমতা জোরদার হবে।
জোট ও সংহতি	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষক, খাদ্য অধিকার ও জলবায়ু ন্যায়বিচার আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ শক্তিশালী হবে।

৫. অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী

শ্রেণি	কারা অন্তর্ভুক্ত	সম্পৃক্ততার উদ্দেশ্য
অধিকারধারী/অংশগ্রহণকারী	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, নারী কৃষক, বর্গাচাষি, কৃষিশ্রমিক, জেলে, আদিবাসী, বাস্তুচ্যুত পরিবার, তরুণ	অভিজ্ঞতা, দাবি, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
স্থানীয় নাগরিক সংগঠন	খানি ও BWGED সদস্য সংগঠন, নারী ও তরুণ সংগঠন, কৃষক-জেলে সংগঠন, স্থানীয় পরিবেশ ও অধিকার সংগঠন	মোবিলাইজেশন, প্রমাণ সংগ্রহ, স্থানীয় অ্যাডভোকেসি ও গণমাধ্যম সম্পৃক্ততা।
জাতীয় নীতিনির্ধারক	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও বাংলাদেশ কপ প্রতিনিধিদল	দাবি, সুপারিশ ও নীতি প্রস্তাব পৌঁছানো।
আন্তর্জাতিক শ্রোতা	কপ-৩১ নেতৃত্ব, আলোচক, উন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশের জোট ও আন্তর্জাতিক নাগরিক সংগঠন	আন্তর্জাতিক আলোচনায় বাংলাদেশের মাঠপর্যায়ের দাবি তুলে ধরা।
গণমাধ্যম ও জনপরিসর	জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সাধারণ জনগণ	প্রমাণভিত্তিক জনআলোচনা ও প্রচারাভিযানের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি।

অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য: মোট অংশগ্রহণকারীর অন্তত ৪০ শতাংশ নারী এবং অন্তত ৩০ শতাংশ তরুণ। লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক অংশগ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে; ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

৭. ভৌগোলিক পরিসর ও সময়কাল

প্রচারাভিযানের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কপ-৩১, আন্তালিয়া, তুরস্ক; জাতীয় ও স্থানীয় বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জেলাগুলোতে।

পর্যায়	সময়	প্রধান কাজ
প্রস্তুতি ও সমন্বয়	০৯–১১ নভেম্বর ২০২৬	সমন্বয় সভা, জেলা ও পার্টনার নিশ্চিতকরণ, অনুমতি, বার্তা ও উপকরণ চূড়ান্ত।
অনলাইন সূচনা	১২ নভেম্বর ২০২৬	সম্মিলিত অনলাইন পোস্ট/কার্ড, প্রচারাভিযানের বার্তা ও অবস্থানপত্র প্রচার।

জেলা মোবিলাইজেশন	১৪–১৬ নভেম্বর ২০২৬	জনসমাগমস্থলে র‍্যালি, শোভাযাত্রা, মানববন্ধন, নৌকা মিছিল, জীবন্ত প্রদর্শনী, গণশুনানি/স্মারকলিপি।
জাতীয় সংবাদ সম্মেলন	১৫ নভেম্বর ২০২৬	জেলা অভিজ্ঞতা সংকলন, সমন্বিত দাবিনামা ও নীতিনির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন।
প্রতিবেদন ও হিসাব	কর্মসূচির ৩ দিনের মধ্যে; সর্বশেষ ২১ নভেম্বর	প্রতিবেদন, ছবি-ভিডিও, মিডিয়া ক্লিপ, অংশগ্রহণ তালিকা, স্মারকলিপি ও আর্থিক নথি জমা।

৮. বাস্তবায়ন কৌশল ও পদ্ধতি

৮.১ জনমোবিলাইজেশন ও দৃশ্যমান কর্মসূচি

প্রতিটি জেলা কর্মসূচি হবে জনসমাগমস্থলভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক ও গণমাধ্যম-উপযোগী। শুধু আলোচনা সভা বা ইনডোর বৈঠক মূল কর্মসূচি হিসেবে যথেষ্ট নয়। স্থানীয় বাস্তবতা অনুযায়ী শোভাযাত্রা, মানববন্ধন, র‍্যালি, নৌকা মিছিল, জীবন্ত প্রদর্শনী, প্রতীকী স্থাপনা, গণশুনানি বা জনসমাবেশ আয়োজন করা যাবে।

৮.২ মাঠের প্রমাণ ও মানুষের অভিজ্ঞতা

প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে ৪–৫ জন কৃষক, নারী কৃষক বা জেলের সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা সম্মতিসহ নথিবদ্ধ করতে হবে। নথিতে এলাকা, জলবায়ুজনিত ক্ষতি, জীবিকা/খাদ্য/জমি/পানি/জ্বালানির ওপর প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট দাবি থাকবে।

৮.৩ নীতি-অ্যাডভোকেসি ও স্মারকলিপি

প্রতিটি জেলা কর্মসূচির শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে কপ-৩১ নেতৃত্ব, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে সমন্বিত দাবিনামা উপস্থাপন করা হবে।

৮.৪ গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্রচার

জাতীয় পর্যায়ে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা প্রতিটি কর্মসূচির আগে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ ও আগের দিন স্মরণ করানো; কর্মসূচি শেষে দ্রুত প্রেস রিলিজ, ছবি, ভিডিও ও সম্মত উদ্ধৃতি পাঠানো।

হ্যাশট্যাগ: #আইলথেকেআস্তালিয়া #কপ৩১ #ঋণনয়অনুদান #COP31।

৯. অংশীদারিত্ব, পরিচালনা ও দায়িত্ব

অংশীজন	প্রধান দায়িত্ব
কেন্দ্রীয় যৌথ আয়োজক	সামগ্রিক দিকনির্দেশনা, ToR ও মূল বার্তা অনুমোদন, জাতীয় সমন্বয়, উপকরণ ও প্রেস রিলিজ, গণমাধ্যম ও নীতি-অ্যাডভোকেসি, M&E ও প্রতিবেদন সংকলন।
খানি বাংলাদেশ	খাদ্য অধিকার ও কৃষক সংগঠনের নেটওয়ার্ক সমন্বয়, স্থানীয় পার্টনার সংযোগ, মাঠের অভিজ্ঞতা ও দাবি সংকলন।
BWGED	জলবায়ু ন্যায়বিচার ও নীতি-অ্যাডভোকেসি, কপ-৩১ আলোচনার সঙ্গে সংযোগ, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দাবি সমন্বয়।
CLEAN	উপকূলীয় ও পরিবেশগত বাস্তবতা, স্থানীয় অংশীদার ও কর্মসূচি সমন্বয়, মাঠ-প্রমাণ ও যোগাযোগ।
PRAAN	কার্যক্রম সমন্বয়, মাঠপর্যায়ের যোগাযোগ, উপকরণ/প্রতিবেদন সহায়তা ও প্রশাসনিক সমন্বয়।
স্থানীয় পার্টনার	স্থানীয় পরিকল্পনা ও অনুমতি, অংশগ্রহণকারী সম্পৃক্ততা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মিডিয়া আমন্ত্রণ, স্মারকলিপি, ছবি-ভিডিও, প্রতিবেদন ও বিল-ভাউচার।
অধিকারধারী প্রতিনিধি	নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দাবি নির্ধারণ, বক্তব্য ও সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, সম্মতি-ভিত্তিক গল্প/ছবি/ভিডিও ব্যবহারে মতামত।

সব যৌথ উপকরণ, ব্যানার, প্রেস রিলিজ ও অবস্থানপত্রে যৌথ আয়োজক এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পার্টনারদের নাম ও অনুমোদিত লোগো ব্যবহার করতে হবে। জেলা, যোগাযোগ ব্যক্তি, দায়িত্ব ও অর্থায়নের ভাগ লিখিত সম্মতিপত্র/জেলা-ম্যাট্রিক্সে নির্ধারণ করতে হবে।

১০. সুরক্ষা, সম্মতি, অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশগত মানদণ্ড

- কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ, দলনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন ও অহিংস হবে; কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতীক বা স্লোগান ব্যবহার করা যাবে না।
- নারী, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিরাপদ অবস্থান, বসার ব্যবস্থা, ছায়া, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখা
- ছবি, ভিডিও, সাক্ষাৎকার বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ধারণ ও প্রকাশের আগে স্পষ্ট সম্মতি নিতে হবে। শিশুর ছবি বা পরিচয় প্রকাশের আগে অভিভাবকের সম্মতি আবশ্যক।
- কোনো ব্যক্তি চাইলে নাম/পরিচয় গোপন রেখে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবেন; সম্মতি প্রত্যাহারের অনুরোধ সম্মান করতে হবে।
- মানববন্ধন, র‍্যালি বা নৌকা মিছিলের আগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও থানাকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।
- প্লাস্টিক ও একবার ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী পরিহার; সম্ভব হলে কাপড়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার।
- সৈকত, নদী, বন, জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয় এমন স্থাপনা বা কার্যক্রম এড়ানো এবং কর্মসূচি শেষে স্থান পরিষ্কার করা।

১১. প্রত্যাশিত ডেলিভারেবল

ডেলিভারেবল	দায়িত্ব	সময়সীমা
তারিখ, স্থান, ফোকাল পারসন ও বাজেট	কেন্দ্রীয় দল ও স্থানীয় পার্টনার	কর্মসূচির আগে
ব্যানার, ফেস্টুন, তথ্যপত্র, অবস্থানপত্র ও প্রেস রিলিজ টেমপ্লেট	যৌথ আয়োজক	কর্মসূচির আগে
কর্মসূচি প্রতিবেদন, উপস্থিতি ও সম্মতিসহ অভিজ্ঞতা নথি	স্থানীয় পার্টনার	কর্মসূচির ৩ দিনের মধ্যে
স্মারকলিপি ও প্রাপ্তিস্বীকার	স্থানীয় পার্টনার	কর্মসূচি শেষে
প্রেস রিলিজ, ছবি, ভিডিও, সংবাদ লিংক ও মিডিয়া ট্র্যাকিং	স্থানীয় পার্টনার	কর্মসূচির দিন/পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা
আর্থিক নথি ও মূল বিল-ভাউচার	স্থানীয় পার্টনার	কর্মসূচির ৩ দিনের মধ্যে
সমন্বিত জাতীয় প্রতিবেদন ও শেখা বিষয়	কেন্দ্রীয় সমন্বয় দল	১০ নভেম্বর
কপ-৩১ নেতৃত্ব কাছে দাবিনামা উপস্থাপনের নথি	যৌথ আয়োজক	নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী

১৬. সমন্বয়, যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রচারাভিযানের জন্য কেন্দ্রীয় সমন্বয় কাঠামো এবং প্রতিটি জেলায় একজন নির্দিষ্ট ফোকাল পারসন থাকতে হবে। জেলা-ম্যাট্রিক্সে স্থানীয় পার্টনার, কর্মসূচির তারিখ-স্থান, অংশগ্রহণকারী লক্ষ্য, মিডিয়া যোগাযোগ, প্রশাসনিক অনুমতি, বাজেট ও প্রতিবেদন জমার দায়িত্ব উল্লেখ থাকবে। মূল বার্তা, লোগো, অবস্থানপত্র, তথ্য ও গণমাধ্যমে প্রকাশযোগ্য বিবৃতি কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদিত হবে।

যোগাযোগ	তথ্য
প্রাথমিক সমন্বয় যোগাযোগ	মাহমুদুল হাসান, ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, PRAAN
ফোন	+880 1721-079885
ইমেইল	mahmudulhasan@praan.org.bd